ইউনিট ৪
পদ–প্রকরণ

পাঠ-৪.১ : পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পদ কী তা বলতে পারবেন।
- পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ

বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই অপর কোনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির সাথে যুক্ত হয়ে রূপান্তর লাভ করে পদে। শব্দের সাথে এরূপ বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ হলে এগুলোকে বলা হয় বিভক্তি। বিভক্তিযুক্ত শব্দই পদ।

বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ (Parts of speech)। সহজভাবে বলা যায়, বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। যেমন– দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য চাঁদের দেশে পৌঁছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন। উপর্যুক্ত বাক্যটিতে 'রা' (অভিযাত্রী+রা), 'এর' (মানুষ+এর), 'র' (কল্পনা+র), 'এ' (মঙ্গলগ্রহ+এ) প্রভৃতি চিহ্নগুলোকে বিভক্তি বলা হয়। আর বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রই এক একটি পদ।

পদের প্রকারভেদ

পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার: অব্যয় ও সব্যয়। সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।

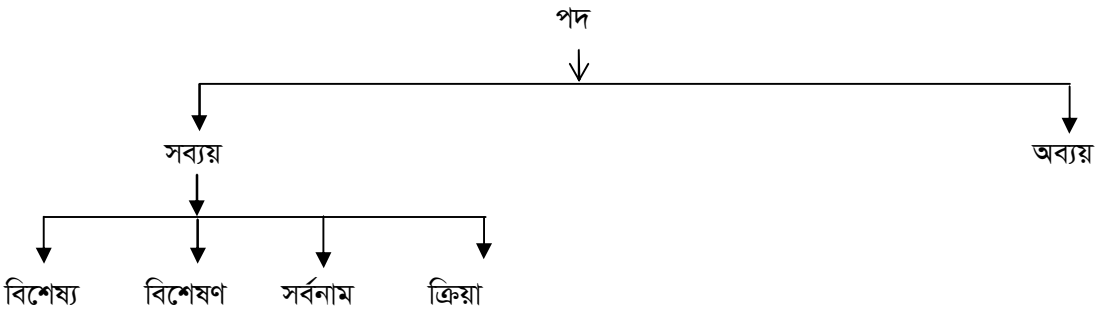

উপর্যুক্ত আলোচ্য বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে পাঁচ ধরনের বাক্য ও এর সাথে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পদের নাম	পদ	পদ ও বিভক্তিসহ বিশ্লেষণ	বিভক্তি
বিশেষ্য পদ	অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ	অভিযাত্রী + রা, মানুষ +এর, কল্পনা +র, মঙ্গলগ্রহ + এ	রা, এর, র, এ
বিশেষণ পদ	দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত		–
সর্বনাম পদ	তাঁরা		–

ক্রিয়াপদ	পৌঁছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া)		–
অব্যয় পদ	এবং, জন্য		–

ক. বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা–

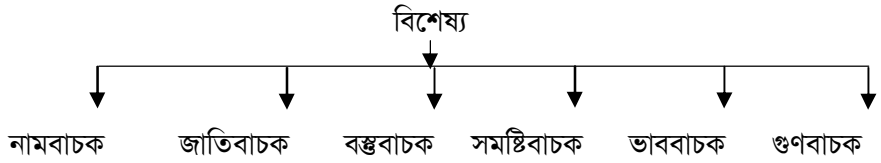

১. সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ্য (Proper Noun): যে পদ দ্বারা ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ্য বলে। যেমন–

ব্যক্তির নাম : সারা, কনিকা, শিলা, মাসুদ, দেলোয়ার প্রভৃতি।
ভৌগোলিক অস্থানের নাম : কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, ঢাকা, আমেরিকা, লন্ডন প্রভৃতি।
ভৌগোলিক সংজ্ঞা : (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি): করতোয়া, মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর প্রভৃতি।
গ্রন্থের নাম : কৃষ্ণকুমারী, অগ্নি-বীণা, গীতাঞ্জলি, পথের দাবী, সঞ্চিতা, সঞ্চয়িতা, বিশ্বনবী প্রভৃতি।

২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun) : যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– মানুষ, গরু, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ প্রভৃতি।

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য (Material Noun) : যে পদ বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা– বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, পানি, লবণ প্রভৃতি।

৪. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun) :** যে পদে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা–ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা– সভা, জনতা, সমিতি, সমাজ, পঞ্চায়েত, মিছিল, ঝাঁক, বহর, দল ইত্যাদি।

৫. **ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun) :** যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যথা– যাওয়ার ভাব বা কাজ = গমন। তদ্রুপ : ভোজন, শয়ন, দর্শন, দেখা, শোনা প্রভৃতি। আবার ধাতুর বা প্রাতিপদিকের পর 'আই' প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। √ চড়্ + আই = চড়াই, বড় + আই = বড়াই ইত্যাদি।

৬. **গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun) :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষা বা গুণের নাম বোঝায়, তা–ই গুণবাচক বিশেষ্য। যথা– মধুর মিষ্টত্বের গুণ = মধুরতা। তদ্রুপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, তারুণ্য, তারল্য, তিক্ততা, সুখ, দুঃখ, উৎকর্ষ ইত্যাদি।

খ. বিশেষণ পদ

যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন– **ভাঙা** ঘর, **অন্ধকার** রাত, **চলন্ত** গাড়ি– এই উদাহরণগুলোর মধ্যে **ভাঙা, অন্ধকার, চলন্ত** পদগুলো বিশেষণ পদ। এগুলো ঘর, রাত, গাড়ি বিশেষ্য পদের পূর্বে বসে বিশেষ্য পদগুলোকে বিশেষিত করেছে। এ ধরনের উদাহরণগুলো হলো **বিশেষ্যের বিশেষণ**।

বিশেষণের প্রকারভেদ

বিশেষণ পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– নাম বিশেষণ এবং ভাব বিশেষণ। নাম বিশেষণকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– বিশেষ্যের বিশেষণ এবং সর্বনামের বিশেষণ। ভাব বিশেষণকে আবার চার ভাগে ভাগে করা যায় যথা– ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ এবং বাক্যের বিশেষণ।

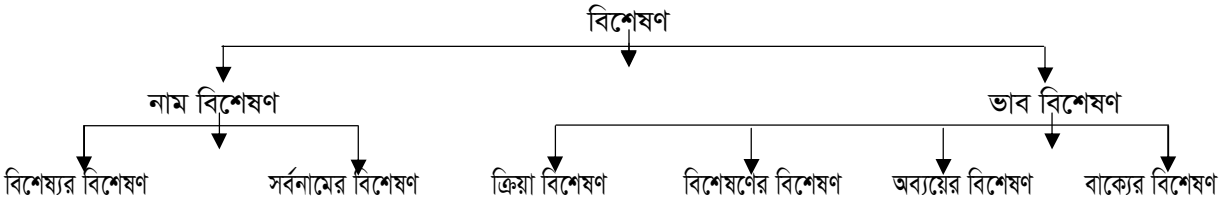

নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যথা–

বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালবাসে ?

সর্বনামের বিশেষণ : সে **রূপবান** ও **গুণবান**।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ: নাম বিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- **রূপবাচক :** কালো মেঘ, নীল আকাশ, সবুজ মাঠ।
- **গুণবাচক :** দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া, চৌকস লোক।
- **অবস্থাবাচক** : মোটা মেয়ে, রোগা ছেলে, তাজা মাছ, খোঁড়া পা।
- **সংখ্যাবাচক** : শ টাকা, হাজার লোক, দশ দশা।
- **ক্রমবাচক :** পঞ্চাশ পৃষ্ঠা, অষ্টম শ্রেণি, প্রথমা কন্যা।
- **পরিমাণবাচক** : এক কেজি চিনি, তিন কিলোমিটার রাস্তা, বিঘাটেক জমি, দশ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ।
- **অংশবাচক** : ষোল আনা দখল, সিকি পথ, অর্ধেক সম্পত্তি।
- **উপাদানবাচক** : কাঠের জানালা, পাথরের মূর্তি, বেলে মাটি, মেটে কলসি।
- **প্রশ্নবাচক** : কেমন অবস্থা? কতদূর পথ?
- **নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক :** এই মেয়ে, ষোলই ডিসেম্বর ইত্যাদি।

বিশেষণ গঠন পদ্ধতি : বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠিত হতে পারে। যেমন–

- **ক্রিয়াজাত :** খাবার পানি, অনাগত দিন, হারানো সম্পত্তি।
- **অব্যয়জাত :** বড়লোক, আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা।
- **সর্বনামজাত :** কোথাকার কে, কবেকার কথা, স্থায়ী সম্পত্তি।
- **সমাসসিদ্ধ :** জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর, বেকার, নিয়ম-বিরুদ্ধ।
- **বীপ্সামূলক :** ডুবুডুবু নৌকা, কাঁদকাঁদ চেহারা, হাসিহাসি মুখ।
- **অনুকার অব্যয়জাত :** টসটসে ফল, তকতকে মেঝে, কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন।
- **কৃদন্ত :** অতীত কাল, জানাশোনা লোক, কৃতী সন্তান, পায়ে–চলা পথ, হৃত সম্পত্তি।
- **তদ্ধিতান্ত :** মেঠো পথ, জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল।
- **উপসর্গযুক্ত :** অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে, নিখুঁত কাজ।
- **বিদেশি :** লাওয়ারিশ মাল, দরপত্তনি তালুক, লাখেরাজ সম্পত্তি, নাস্তানাবুদ অবস্থা।

ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা–ই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা– ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ, বাক্যের বিশেষণ।

১. **ক্রিয়ার বিশেষণ** : যে পদ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাই ক্রিয়া বিশেষণ। যথা– বাতাস **ধীরে** বইছে। সে খুব **তাড়াতাড়ি** হাটল। **পরে** একবার এসো।

২. **বিশেষণীয় বিশেষণ :** যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যেমন– **সামান্য** একটু দুধ দাও, **অতিশয়** মন্দ কথা। রকেট **অতি** দ্রুত চলে।

৩. **অব্যয়ের বিশেষণ :** যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন– **ধিক্** তারে, **শত ধিক্** নির্লজ্জ যে জন।

৪. **বাক্যর বিশেষণ :** কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যে বিশেষণ বলা হয়। যেমন– **দুর্ভাগ্যক্রমে** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। **বাস্তবিকই** আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুইবা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন– যমুনা একটি **দীর্ঘ** নদী, **পদ্মা দীর্ঘতর**, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের **দীর্ঘতম** নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য **বৃহত্তম**, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে **বৃহত্তর** এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা **ক্ষুদ্রতর**।

তৎসম শব্দের অতিশায়ন

- তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে 'তর' এবং বহুর মধ্যে 'তম' প্রত্যয় যুক্ত থাকে। যেমন– দীর্ঘ–দীর্ঘতর–দীর্ঘতম।
- দুয়ের মধ্যে তুলনায় 'ঈয়স্' প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়।
  লঘু– লঘিয়ন (দুয়ের তুলনায়) –লঘিষ্ঠ (বহুর তুলনায়),
  বৃদ্ধ– জ্যায়ান (দুয়ের তুলনায়) –জ্যেষ্ঠ (বহুর তুলনায়),
  শ্রেয়– শ্রেয়ান(দুয়ের তুলনায়) –শ্রেষ্ঠ (বহুর তুলনায়),
  অল্প– কনীয়ান(দুয়ের তুলনায়) – কনিষ্ঠ (বহুর তুলনায়)।

বাংলা শব্দের অতিশায়ন

- বাংলা শব্দের দুইয়ের মধ্যে অতিশায়নে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা– গরুর **থেকে** ঘোড়ার দাম বেশি। **বাঘের চেয়ে** সিংহ বলবান।
- কখনো কখনো শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি– চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন– এ মাটি **সোনার** বাড়া।
- অতিশায়নে জোর দিতে বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল্প, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা– ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী।
- বহুর মধ্যে অতিশায়নের ক্ষেত্রে সবচাইতে, সবচেয়ে, সবথেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়, যথা– ভাইদের মধ্যে রাকিবই **সবচাইতে** বিচক্ষণ।
- 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ বাংলায় প্রচলিত আছে। যেমন– ভূয়সী প্রশংসা।

বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন–

পদ	বিশেষণ রূপে	বিশেষ্য রূপে
ভালো	**ভালো** বাড়ি পাওয়া কঠিন।	আপন **ভালো** সবাই চায়।
মন্দ	**মন্দ** কথা বলতে নেই।	এখানে কী **মন্দটা** তুমি দেখলে?
পুণ্য	তোমার এ **পূণ্য** প্রচেষ্টা সফল হোক।	**পুণ্যে** মতি হোক।
নিশীথ	**নিশীথ** রাতে বাজছে বাঁশি।	গভীর **নিশীথে** প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	**শীতকালে** কুয়াশ পড়ে।	**শীতের** সকালে চারদিকে কুয়াশায় অন্ধকার।
সত্য	**সত্য** পথে থেকে **সত্য** কথা বলবে।	এ এক বিরাট **সত্য**।

গ. সর্বনাম পদ

বিশেষ্যর পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন– রাহাত ভালো ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। উপর্যুক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'সে' শব্দটি রাহাতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' হলো সর্বনাম।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাক্যে বিভিন্নরূপে সর্বনাম পদের ব্যবহার হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

- **ব্যক্তি বা পুরুষবাচক :** আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা।
- **আত্মবাচক :** স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
- **সামীপ্যবাচক :** এ, এই, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
- **দূরত্ববাচক :** ঐ, ঐসব, সব।
- **সাকল্যবাচক :** সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
- **প্রশ্নবাচক :** কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে।
- **অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক :** কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
- **ব্যতিহারিক :** আপনা আপনি, নিজে নিজে, পরস্পর ইত্যাদি।
- **সংযোগজ্ঞাপক :** যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
- **অন্যাদিবাচক :** অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ

'পুরুষ' একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার। যথা– **উত্তম পুরুষ** (স্বয়ং বক্তাই উত্তম পুরুষ), **মধ্যম পুরুষ** (প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পরুষ) ও **নাম পুরুষ** (অনুপস্থিত অথবা পরোভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ)। ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ নিচে উপস্থাপিত হলো :

পুরুষভেদে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ–

রূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; কবিতায়: মোর, মোরা	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সম্ভ্রমাত্মক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তাঁরা, তাঁহারা, তাঁদের, তাঁহাদের, তাঁহাকে, তাঁকে, ইনি, এঁর, এঁরা, ইঁহাদের, এঁদের, ইঁহাকে, এঁকে, উনি, ওঁর, ওঁরা, ওঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের

সর্বনামের বিভক্তিগ্রাহী রূপ

বাংলা সর্বনামসূহ কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারকে বিভক্তিযুক্ত হওয়ারপূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ বলা হয়। কর্তৃকারকে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত একবচন ধরা হয়।

	কর্তৃকারকে প্রথমার একবচন		**অন্যান্য কারকে বিভক্তিগ্রাহী রূপ**	
সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক
আমি	X	X	X	X
তুমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তোর
সে	তিনি	X	তাঁহা, তাঁ	তাহা, তা
যে	যিনি	X	যাঁহা, যাঁ	যাহা, যা
X	ইনি	এ	ইঁহা, এঁ	ইহা, এ
X	উনি	উহা	উঁহা, ওঁ	উহা, ও
কে, কি, কী	X	কে, কি, কী	X	কাহা, কা

জ্ঞাতব্য

১. ক. চলিত ভাষায়– (ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।

খ. সম্ভ্রমার্থে এগুলোর সাথে একটি চন্দ্রবিন্দু সংযোজিত হয়, যথা– তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) >তাদের (চলিত)। (সম্ভ্রমার্থে) তাঁহা + দের = তাঁহাদের (সাধু) > তাঁদের (চলিত)।

২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে র, এর, বা কে বিভক্তি যোগ করে নিতে হবে। যেমন– তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দ্বারা, তার দ্বারা, আমাকে দিয়ে।

৩. ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ঈয়–প্রত্যয়যুক্ত সর্বনমজাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যথা– মৎ + ঈয় = মদীয়, ভবৎ + ঈয় = ভবদীয়, তৎ + ঈয় = তদীয়।

৪. 'কী' সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে 'কিসে' বা (ষষ্ঠী বিভিক্তিযুক্ত হয়ে) 'কীসের' রূপ গ্রহণ করে, যথা– কী + দ্বারা = কীসের দ্বারা, কী + থেকে = কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের এক বচনে দীন, অধম, বান্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা– **'আজ্ঞা কর দাসে, শান্তি নরাধমে'**। **'দীনের আরজ'**।

২. ছন্দবদ্ধ কবিতায় সাধারণত 'আমার' স্থানে মম, 'আমাদের' স্থানে মোদের এবং 'আমার' স্থানে মোর ব্যবহৃত হয়। যেমন– 'কে বুঝিবে ব্যথা **মম**'। '**মোদের** গরব, **মোদের** আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা'।'ক্ষুদ্র শিশু **মোরা**, করি **তোমারি** বন্দনা'।

৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত 'আপনি' স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন– (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) 'প্রভু, **তুমি** রক্ষা কর এ দীন সেবকে।'

৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয়।

৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

ঘ. অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অর্থাৎ যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের/বাক্যাংশের/বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে। অব্যয়ের সাথে কোনো বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয়

না এবং সেগুলোর স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, যে পদে বচনে-লিঙ্গে-বিভক্তিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তা অব্যয়। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে, যথা–

- **বাংলা অব্যয় শব্দ :** আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।
- **তৎসম অব্যয় শব্দ :** এবং, সুতরাং, যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি।
- **বিদেশি অব্যয় শব্দ :** আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

অব্যয় শব্দের গঠন

বিবিধ উপায়ে অব্যয় শব্দ গঠিত হতে পারে। যথা–

১. **একটিমাত্র বর্ণ বা শব্দখণ্ড বা শব্দ দ্বারা :** তো, বটে, হু, হা ইত্যাদি।
২. **একাধিক অব্যয় শব্দযোগে :** কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।
৩. **আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগ :** ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।
৪. **দুটি ভিন্ন শব্দযোগে :** মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
৫. **অনুকার শব্দযোগে :** কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।
৬. **তৎসম প্রত্যয়ের সাথে 'ত' প্রত্যয় যোগ করে :** ধর্মত, প্রথমত, স্পষ্টত ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১. **সম্বন্ধবাচক বা সমুচ্চয়ী :** যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। সমুচ্চয়ী অব্যয় তিন প্রকার। যথা–

   ক. সংযোজক অব্যয় : সংযোজক অব্যয়গুলো হলো– ও, এবং, তাই, আর, অধিকন্তু, সুতরাং ইত্যাদি। যেমন– সে রূপবান **ও** গুণবান।

   খ. বিয়োজক অব্যয় : বিয়োজক অব্যয়গুলো হলো– কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, কিন্তু (ক্ষেত্রবিশেষে) ইত্যাদি। যেমন– লেখা পড়া কর, **নতুবা** ফেল করবে। মন্ত্রের সাধন **কিংবা** শরীর পাতন।

   গ. সংকোচক অব্যয় : সংকোচক অব্যয়গুলো হলো– অথচ, কিন্তু, বরং ইত্যাদি। যেমন– তিনি বিদ্বান **অথচ** সৎ ব্যক্তি নন।লোকটি দরিদ্র **কিন্তু** সৎ।

   অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন, প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে বলে এগুলোকে অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন– আজ যদি (শর্তবাচক) পারি, একবার সেখানে যাব। তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার প্রভৃতি।

২. **অনন্বয়ী অব্যয় :** যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীন ভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন–

- **উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি**! কী রূপমাধুরী!
- **স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে :হ্যাঁ**, আমি যাব। না, আমি যাব না।
- **সম্মতি প্রকাশে :** আমি আজ **আলবত** যাব। **নিশ্চই** পারব।
- **অনুমোদন বাচকতায় :** আপনি যখন বলছেন, **বেশ তো** আমি যাব।
- **সমর্থনসূচক জবাবে :** আপনি যা জানেন তা **তো** ঠিকই বটে।
- **যন্ত্রণা প্রকাশে : উঃ**! পায়ে বড্ড লেগেছে। **নাঃ**। এ কষ্ট অসহ্য।
- **ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে :** 'পথের কুকুরটি যে পিছনে লেগেই রয়েছে, **কী** বিপদ'। **ছিঃ** এমন কাজ তোর!
- **সম্বোধনে : 'ওগো,** আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'
- **সম্ভাবনায় :** 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, **পাছে** লোকে কিছু বলে।'

- **বাক্যালংকার অব্যয় :** কতগুলো অব্যয় শব্দ বাক্যের শোভা বর্ধনে ব্যবহৃত হয়, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন– এক **যে** ছিল রাজা। **কত না** হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে। **'হায়রে** ভাগ্য, **হায়রে** লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

৩. **অনুসর্গ অব্যয় :** যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন– ধন **অপেক্ষা** মান বড় ('অপেক্ষা' অনুসর্গ অব্যয়)। ওকে **দিয়ে** এ কাজ হবে না ('দিয়ে' অনুসর্গ অব্যয়)। অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার। যথা– বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : যে অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বনাত্মক অব্যয় বলে। অর্থাৎ ধ্বনির অনুকরণে যে অব্যয় হয়ে উঠেছে তাকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকার অব্যয় বলে। যেমন–

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার

- ভেউ ভেউ (মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি), ট্যা ট্যা, হি হি।

২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার

- সিংহের গর্জন– গর গর
- ঘোড়ার ডাক– চিঁহি চিঁহি
- কুকুরের ধ্বনি–ঘেউ ঘেউ
- বিড়ালের ডাক– মিউ মিউ
- কাকের ডাক– কা কা
- কোকিলের রব – কুহু কুহু
- পাখির/বানরের শব্দ–কিচির মিচির

৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার

- বজ্রের ধ্বনি– কড় কড়
- বৃষ্টির তুমুল শব্দ– ঝম ঝম
- স্রোতের ধ্বনি– শন শন
- শুষ্ক পাতার শব্দ– মর মর
- নূপুরের আওয়াজ– রুম ঝুম
- মেঘের গর্জন– গুড় গুড়
- চুড়ির শব্দ– টুং টুং
- শুষ্ক পাতার শব্দ– মর মর
- বাতাস প্রবাহের শব্দ– হু হু
- ধান কাটার শব্দ– ঘচাঘচ
- গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ– মড় মড়
- বাতাসের গতি– শন শন
- বৃষ্টি পতনের শব্দ– টাপুর টুপুর

৪. অনুভূতিজাত কাল্পনিক

- শরীরের অস্বাভাবিক ভাব জ্ঞাপক– কুট কুট
- ঔজ্জ্বল্য– ঝিকিমিকি
- শূন্যতাবাচক– খাঁ খাঁ
- প্রখরতাবাচক– ঝাঁ ঝাঁ
- রোদের তীব্রতা– ঠা ঠা

এরূপ– কট কট, কচকচ, খট খট, চক চক, ছম ছম, ঝি ঝি, ঝাঁ ঝাঁ, ঝিম ঝিম, ঝল মল, টল মল, টন টন, পিট পিট, মিন মিন, সাঁ সাঁ, খট খট ইত্যাদি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

অব্যয় শব্দ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
কী/কি	জিজ্ঞাসায়	তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ? তুমি কি আমায় চেন?
	বিরক্তি প্রকাশে	কী ঘেন্না!। কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
	সাকল্য অর্থে	কি ধনী কি গরিব সবাইকে মরতে হবে।
	সংশয়	তুমি কি কথাটি শুনেছ?
	বিড়ম্বনা প্রকাশে	তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।
না	নিষেধ অর্থে	ওকে ডেক না। এখন যেও না।
	বিকল্প প্রকাশে	তুমি কী খাবে–কলা না আম?
	আদর প্রকাশে বা অনুরোধে	আর একটি আপেল খাওনা খোকা। আর একটা গান গাও না।
	সম্ভাবনায়	তিনি না কি ঢাকায় যাবেন?
	বিস্ময়ে	কি না কি ব্যাপার!
	তুলনায়	ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।
	ক্রোধ প্রকাশে	তুই কি কাজ করবি, না মার খাবি?
	হ্যা–সূচক	তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে?
	প্রশ্ন	তুই না ফেল করেছিস?
আর	পুনরাবৃত্তি	আর না, যথেষ্ট হয়েছে। ও দিকে আর যাব না।
	নির্দেশ	বল, আর কী চাও?
	হতাশা/নিরাশায়	তা কি আর জন্মেও হবে। সে দিন কি আর আসবে?
	বাক্যালংকার	মানে, একটি তামাশা আর কি। আর কি বাজবে বাঁশি।
	গোপনীয়তা	শুধু তুমি আর আমি যাব।
যেন	উপমায়	চোখ তো নয় যেন ডিম। মুখ যেন পদ্মফুল।
	প্রার্থনায়	'দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।' খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
	তুলনায়	ইস্, ঠাণ্ডা যেন বরফ।
	অনুমানে	মেঘ দেখ, যেন বৃষ্টি হবে। লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
	সতর্কীকরণে/সাবধানতা	সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
	ব্যঙ্গ প্রকাশে	ছেলে তো নয় যেন ননীর পুতুল।
	আশীর্বাদ	ও যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।
	ক্রম	ওরা যেন আমাকে আর না ডাকে।
ও	সংযোগ	তুমি ও আমি যাব।
	সম্ভাবনা	আজ বৃষ্টি হতে পারে।
	তুলনায়	ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
	স্বীকৃতি	হ্যাঁ, তুমিও যাবে।
	হতাশা	এত চেষ্টাতেও হলো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. পদ বলতে বোঝায়–

ক. বিভক্তিযুক্ত শব্দের পদ
খ. ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়ে গঠিত পদ
গ. বাক্যে ব্যবহৃত যে কোনো শব্দ পদ
ঘ. বাক্যে ব্যবহৃত অবস্থান পরিচায়ক চিহ্নযুক্ত শব্দের নাম পদ

২. পদ কয় প্রকার?

ক. পাঁচ প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. তিন প্রকার
ঘ. চার প্রকার

৩. প্রাতিপদিকের সঙ্গে নাম বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয়–

ক. ক্রিয়া বিভক্তি
খ. কারক বিভক্তি
গ. নামপদ
ঘ. বিশেষণ

৪. কোন কিছুর নামকে বলা হয়–

ক. বস্তুবাচক বিশেষ্য
খ. জাতিবাচক বিশেষ্য
গ. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য
ঘ. বিশেষ্য

৫. বিশেষ্য পদ কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার
খ. সাত প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার
ঘ. চার প্রকার

৬. বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয়–

ক. বিশেষণ পদ
খ. সর্বনাম পদ
গ. বিশেষণের বিশেষণ
ঘ. অব্যয় পদ

৭. ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগে গঠিত হয়–

ক. ক্রিয়া বিভক্তি
খ. বিশেষণ পদ
গ. ক্রিয়া পদ
ঘ. বাংলা ক্রিয়া পদ

৮. যে সকল অব্যয় অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে তাকে বলা হয়–

ক. অনুকারক অব্যয়
খ. সংযোজক অব্যয়
গ. সঙ্কোচক অব্যয়
ঘ. প্রশ্নসূচক অব্যয়

৯. যে ক্রিয়া কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে না, তার নাম–

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া
খ. অকর্মক ক্রিয়া
গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া
ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. পদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী আলোচনা করুন।
২. বিশেষ্য পদ কী? বিশেষ্যপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
৩. বিশেষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. সর্বনাম পদ কী? সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।
৫. অব্যয় সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৬. **সংজ্ঞা লিখুন :** পদ, প্রতিপাদিক পদ, ক্রিয়া পদ। সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, অব্যয় পদ, বিশেষ্য পদ।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. খ

পাঠ-৪.২ : ক্রিয়াপদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ক্রিয়াপদ কী তা বলতে পারবেন।
- ক্রিয়া পদের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- ক্রিয়াপদের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্রিয়ার ভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বাক্য তৈরির জন্য ক্রিয়াপদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। যে কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবেই। তবে কখনও কখনও হয়ত তার চেহারা চোখে পড়ে না, তার সাহচর্য মেলে আড়ালে। যেমন– রহিম ভালো ছেলে। এখানে ক্রিয়াপদটি উহ্য, রহিম হয় ভালো ছেলে– এমন লেখা হলে 'হ' ধাতু থেকে তৈরি ক্রিয়াপদটি লক্ষ্যযোগ্য হত। কিন্তু বাক্য গঠনে 'হয়' ক্রিয়াপদটির প্রয়োজন নেই। ক্রিয়া বর্তমানকালে প্রায়ই উহ্য থাকে। বাক্যে সাধারণত 'হ্' এবং 'আছ্' ধাতু দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে।

ক্রিয়াপদ

যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদনা করা বুঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন–

- সুজন বই পড়ছে।
- তোমরা আগামী দিনে কলেজে ভর্তি হবে।

উপর্যুক্ত প্রথম উদাহরণে নাম পুরুষ 'সুজন' কর্তৃক বর্তমান কালে 'পড়া' কার্যের সংঘটন প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় উদাহরণে মধ্যম পুরুষ 'তোমরা' ভবিষ্যতে ভর্তি হওয়া ক্রিয়া সংঘটনের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে।

ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য

- বাক্য গঠনের জন্য ক্রিয়াপদ অপরিহার্য।
- যে কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবেই।
- ক্রিয়াপদ কখনো কখনো বাক্যে উহ্য বা অনুক্ত থাকতে পারে। একে অনুক্ত ক্রিয়াপদ বলে। যেমন– আজ প্রচণ্ড শীত = আজ প্রচণ্ড শীত **(অনুভূত হয়)**, ইনি আমার বড় বোন = ইনি আমার বড় বোন **(হন)**ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের গঠন

ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন করতে হয়। আমরা জানি পড়া, খাওয়া, করা, যাওয়া–এগুলো ক্রিয়াবাচক শব্দ। 'পড়' ক্রিয়া– শব্দটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দাঁড়ায়–

পড়্ + 'আ'; এখানে 'পড়্' হলো মূল অংশ বা 'ধাতু' আর 'আ' হলো বিভক্তি। অর্থাৎ ক্রিয়াপদের দুটি অংশ– ধাতু ও বিভক্তি।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিভিন্নভাবে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন–

ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. সমাপিকা ক্রিয়া এবং খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।

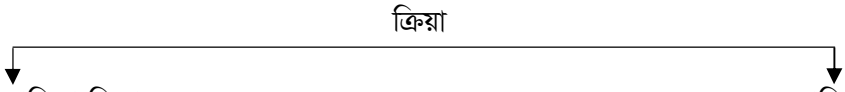

ক. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের পরিসমাপ্তি হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি ভাত **খাচ্ছি**। মেয়েরা খেলা **করছে**।

খ. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি ভাত **খেয়ে**---। এখানে 'খেয়ে' ক্রিয়াপদ দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ করতে আরো শব্দের প্রয়োজন। বাক্য দুটি সম্পূর্ণ করলে দাঁড়াবে– আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব। এখানে 'খেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'যাব' সমাপিকা ক্রিয়া।

বিবিধ অর্থে ক্রিয়াপদের শ্রেণিভাগ

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পাশাপাশি বিবিধ অর্থে ক্রিয়াকে আরো কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

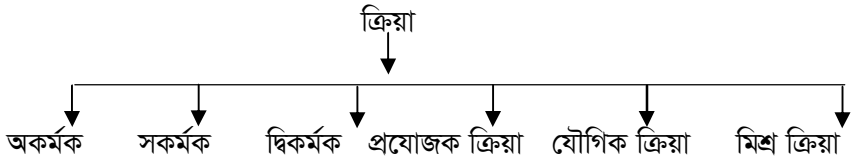

১. সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম পদ আছে তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা–ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সর্কমক ক্রিয়া। যেমন–বাবা আমাকে একটা বই কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন? উত্তর : বই (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন? উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

কাজেই 'দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

২. অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন– ছেলেটি হাসে। কী 'হাসে' বা 'কাকে হাসে' প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই 'হাসে' ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্ম পদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্ম পদটিকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন– বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। এই বাক্যে 'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং 'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন– আর কত **খেলা** খেলবে।

√ খেল্ + আ = খেলা (কর্মপদ) √ খেল্ + বে = খেলা (ক্রিয়াপদ)

মূল 'খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয় গঠিত হয়েছে। তাই 'খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম। অনেক ক্ষেত্রে সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন–

- বেশ এক **ঘুম** ঘুমিয়েছি।
- আর **মায়াকান্না** কেঁদো না গো বাপু।
- এমন সুখের **মরণ** কে মরতে পারে?

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মকরূপ : প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে সকর্মক ক্রিয়াও অকর্মক হতে পারে। যেমন–

অকর্মক : আমি রাতে খাব না। **সকর্মক :** আমি রাতে ভাত খাব না।

অকর্মক : আমি চোখে দেখি না। **সকর্মক :** আকাশে চাঁদ দেখি না।

৩. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া এক জনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। প্রযোজক ক্রিয়াকে সংস্কৃত ব্যাকরণে ণিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়।

প্রযোজক কর্তা : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন–

প্রযোজক কর্তা	প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক ক্রিয়া
শিলা	আবিরকে	পড়াচ্ছে
মা	শিশুকে	চাঁদ দেখাচ্ছেন
সাপুড়ে	সাপ	খেলায়
(তুমি)	খোকাকে	কাঁদিও না

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ। যেমন– মূল ধাতু √ হাস্ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা + চ্ছেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নাম ধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : ক্রিয়ার মূলকে বলা হয় ধাতু। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পর 'আ' প্রত্যয়যোগে যে সব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নাম ধাতু বলা হয়।

- বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা। যথা– শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।
- বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু), যথা– কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর।
- ধ্বনাত্মক অব্যয় : কন কন –দাঁতটি ব্যথায় কনকনাচ্ছে। ফোঁস– অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।

আ–প্রত্যয় যুক্ত হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ছাপা– আমর বন্ধু বইটা **ছেপেছে**।

ফল– বাগানে বেশ কিছু লিচু **ফলেছে**।

টক– তরকারি বাসি হলে **টকে**।

৫. যৌগিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন–

তাগিত দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা **শুনে রাখ**।

নিরন্তরতা অর্থে : তিনি **বলতে লাগলেন**।

কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলে মেয়েরা **শুয়ে পড়ল**।

আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন **বেজে উঠল**।

অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত **হয়ে থাকে**।

অনুমোদন অর্থে : এখন **যেতে পার**।

৬. মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর্, মার্ প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন–

বিশেষ্যের পরে : আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম**। ছেলেটি **গোল্লায় গেছে**।

বিশেষণের পরে : তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম**।

ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে : মাথা ঝিম ঝিম্ করছে। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ক্রিয়ারভাব (Mood)

ক্রিয়ার যে অবস্থা দ্বারা কার্য ঘটার ধরন, প্রকার বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বলে। অর্থাৎ ক্রিয়ার কাজ যেভাবে প্রকাশিত হয় তাকে 'ক্রিয়ার ভাব' বলে। যেমন–

মহিউদ্দীন এখানে **আসে**।

যদি মহিউদ্দীন **আসে**, তবে আমার সাথে দেখা করবে।

রিসাদ, এখানে **এসো**।
আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন।

ক্রিয়ার ভাবের প্রকারভেদ

ক্রিয়ার ভাব বা ধরন চার প্রকার। যথা–

ক. নির্দেশক বা অবধারক ভাব
খ. অনির্দেশক বা সংযোজক বা ঘটান্তরাপেক্ষিত ভাব
গ. অনুজ্ঞা বা আজ্ঞাদ্যোতক ভাব এবং
ঘ. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব।

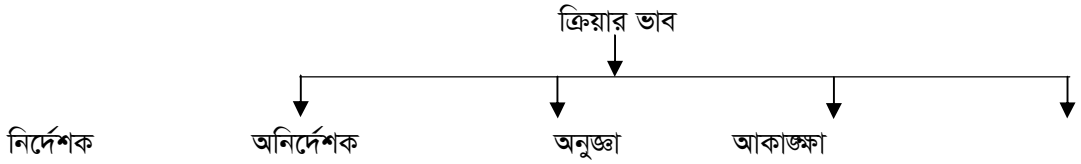

ক. নির্দেশক ভাব: ক্রিয়ার যে অবস্থা কোনো কার্য ঘটার সাধারণ নির্দেশ বা ধারণা দেয়, তাকে ক্রিয়ার নির্দেশক ভাব বলে। যেমন–

- সাধারণ ঘটনা নির্দেশ : সে আসে। তারা খায় না।
- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা : তুমি কি ভালো আছো?

খ. অনির্দেশক ভাব : একই বাক্য এক ক্রিয়ার কাজ আর এক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল রয়েছে এমন ভাব প্রকাশ করলে ক্রিয়ার অনির্দেশক ভাব হয়। যেমন– যদি সে আসে তবে আমি যাব। আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার কষ্ট হতো না।

গ. অনুজ্ঞা ভাব : আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ বলে।

- উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।
- অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

বর্তমান কাল অনুজ্ঞা

আদেশ : কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও।
উপদেশ : সত্য কথা গোপন করো না। কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না।
অনুরোধ : আমার কাজটা এখন কর। অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।
প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা পড়ুন।
অভিশাপ : মর, পাপিষ্ঠ।

ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

আদেশ : সদা সত্য কথা বলবে।
সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ খাবে।
অনুরোধে : কাল একবার এসো।

ঘ. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব : যে ক্রিয়াপদের বক্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন– সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন:

১. যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় তার নাম–

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া　　খ. সমাপিকা ক্রিয়া
গ. যৌগিক ক্রিয়া　　ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

২. যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য শেষ হয় না তার নাম

ক. সমাপিকা ক্রিয়া　　খ. অসমাপিকা ক্রিয়া
গ. সকর্মক ক্রিয়া　　ঘ. অকর্মক ক্রিয়া

৩. বেল পাকলে কাকের কী?

ক. অসমাপিকা ক্রিয়া　　খ. অকর্মক ক্রিয়া
গ. সমাপিকা ক্রিয়া　　ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

৪. দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে একটি ভাব প্রকাশ করলে তাকে বলে–

ক. সকর্মক ক্রিয়া　　খ. যৌগিক ক্রিয়া
গ. সমাপিকা ক্রিয়া　　ঘ. অসমাপিকা ক্রিয়া

৫. যে দুটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া সম্পাদন করে তার একটির নাম–

ক. সহায়ক ক্রিয়া　　খ. সমাপিকা ক্রিয়া
গ. গৌণ ক্রিয়া　　ঘ. সকর্মক ক্রিয়া

৬. মুখ্য ক্রিয়ার অর্থকে সম্প্রসারণ করে–

ক. সকর্মক ক্রিয়া　　খ. যৌগিক ক্রিয়া
গ. সহায়ক ক্রিয়া　　ঘ. গৌণ ক্রিয়া

খ. রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ক্রিয়াপদ কী? উদাহরণসহ লিখুন।
২. যৌগিক ক্রিয়া কী? যৌগিক ক্রিয়া গঠনের উপায় লিখুন।
৩. ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. টীকা লিখুন:
সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, ক্রিয়ার ভাব।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ　২. খ　৩. ক　৪. খ　৫. ক　৬. গ

পাঠ-৪.৩ : কাল, পুরুষ ও কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কাল বা ক্রিয়ার কাল কী তা বলতে পারবেন।
- কালের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।
- কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্রিয়ার কাল বোঝাতে সংস্কৃত 'ল' পরিভাষাটি চলত। বাংলায় স্বতন্ত্র কোনো পরিভাষা নেই। ইংরেজি Tense শব্দটি 'কাল'-বাচক (লাতিন Temps > tense = time)। কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ– এই তিন দিক থেকে বিবেচনা করা চলে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার সময় 'এখন হচ্ছে' 'আগে হয়েছে' অথবা 'পরে হবে'– এসব দিক বিবেচনায় 'ক্রিয়ার কাল' প্রসঙ্গ আসে।

কাল

ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে। অন্যভাবে বলা যায়– ক্রিয়া বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।

১. আমি ভাত খাই। এখানে 'খাওয়া' ক্রিয়াটি বর্তমান কালে সংঘটিত হচ্ছে।
২. কাল তুমি স্কুলে গিয়েছিলে। 'যাওয়া' ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।
৩. আগামীকাল লঞ্চ বন্ধ থাকবে। 'বন্ধ থাকা' কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

উপর্যুক্ত তিনটি উদাহরণেই ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনটি কালকে নির্দেশ করছে।

ক্রিয়াপদ : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল, সময় ও পুরুষ জ্ঞাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

আমি **যাই**। তুমি **যাও**। আপনি **যান**। সে **যায়**। তিনি **যান**।

(সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন)।

খ. বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না, যথা–

আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা) যান। সে (বা তারা) যায়।

গ. সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক, তুচ্ছার্থকভেদে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে (উত্তম পুরুষে হয় না)। যেমন–

	সাধারণ	**সম্ভ্রমাত্মক**	**তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক**
উত্তম পুরুষ	আমি যাই	–	–
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও তোমরা যাও	আপনি যান আপনারা যান	তুই যা তোরা যা
নাম পুরুষ	সে যায় তারা যায়	তিনি যান তাঁরা যান	এটা যায় এগুলো যায়।

কালের প্রকারভেদ

ক্রিয়া সংঘটনের প্রধান কাল বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক্রিয়া সংঘটনের কাল	বর্ণনা
বর্তমান কাল	ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. পুরাঘটিত বর্তমান
অতীত কাল	ক. সাধারণ অতীত খ. নিত্যবৃত্ত অতীত গ. ঘটমান অতীত ঘ. পুরাঘটিত অতীত
ভবিষ্যৎ কাল	ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

বর্তমান কাল

সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন– তনিমা ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণত সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যথা– সূর্য পূর্বদিকে ওঠে (স্বাভাবিকতা)।
আমি প্রতিদিন সকাল ছয় টায় ঘুম থেকে উঠি (অভ্যস্ততা)।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ	উদাহরণ
স্থায়ী সত্য প্রকাশ	চার আর তিনে সাত হয়।
ঐতিহাসিক বর্তমান (অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে)	বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন আরোহণ করেন।
কাব্যের ভণিতায়	মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশীরাম দাস **ভনে শুনে** পুণ্যবান।
অনিশ্চয়তা প্রকাশে	কে যানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।
যদি, যখন, যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন–	বৃষ্টি যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব। সকলেই যেন ক্লাসে উপস্থিত থাকে। বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. **অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) :** এখন **তবে** আসি।
২. **প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) :** চণ্ডীদাস **বলেন**, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
৩. **বর্ণিত বিষয়ে প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) :** আমি **দেখেছি**, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।
৪. **'নেই', 'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় :** তিনি গতকাল গুলশান **যাননি**।

ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়, যথা– আরিফ বই **পড়ছে**। তাহিয়া গান **গাইছে**।

পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন–
এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**।
এতক্ষণ আমি অঙ্ক **করেছি**।

অতীত কাল

সাধারণ অতীত : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটনই সাধারণ অতীত কাল। যেমন–
প্রদীপ নিভে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

১. **পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে :** 'এক্ষণে **জানিলাম**, কুসুমে কীট আছে।'
২. **বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে :** তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় **হলাম**।

নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন–
আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমন **করতাম**।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

১. কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন **আসত**, কেমন মজা **হতো**।
২. অসম্ভব কল্পনায় : 'সাতাশ **হতো** যদি একশ সাতাশ'।
৩. সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই **হতো**।

ঘটমান অতীত কাল : অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি– ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন–
কাল সন্ধায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই **পড়ছিলাম**। বাবা আমাদের পড়াশুনা **দেখছিলেন**।

পুরাঘটিত অতীত কাল : যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলা হয়। যেমন– সেবার তাকে সুস্থই **দেখেছিলাম**। কাজটি কি তুমি **করেছিলে?**

অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা **গিয়েছিল**। আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ **দিয়েছিলাম**।
অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে পুরাঘটিত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন– বৃষ্টি আসার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা–
আমরা মাঠে খেলতে **যাব**।
শীঘ্রই বৃষ্টি **আসবে**।

সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. অক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন– কে জানত আমার ভাগ্য এমন **হবে?** সে দিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি **বাজবে?**
২. অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমনা থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন– ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন**। তোমরা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে**।

ঘটমান ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ

নাম পুরুষ সাধারণ : –ইতে থাকিবে/– তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।
নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ : –ইতে থাকিবেন/– তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)। সম্ভ্রমাত্মক।
মধ্যম পুরুষ সাধারণ : –ইতে থাকিবে/ – তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।
মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক : –ইতে থাকিবে/ – তে থাকিবে। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।
উত্তম পুরুষ : –ইতে থাকিব/– তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব।)

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ** বলে। লক্ষণীয়, এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া –ইতে/– তে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক্ ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য : মূল ধাতুর সঙ্গে –ইতে/তে– বিভক্তি যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভক্তিই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধরণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** কাল হয়। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি –ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক্ ও গম্ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে **যৌগিক ক্রিয়াপদ** তৈরি হয়। যথা– গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
ক. তারা গিয়েছে
খ. সে গিয়েছিল
গ. তুমি যেতে থাক
ঘ. তুমি যাও

২. কোন্ বাক্যটির ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?
ক. এ কথা জানতে তুমি
খ. 'দেখে এলাম তারে'
গ. লোকটি এদিকে আসছে
ঘ. 'আবার আসিব ফিরে'

৩. কোন বাক্যটি ঐতিহাসিক বর্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত?
ক. আদিব স্কুলে যায়
খ. রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান
গ. কেন যে তুমি আস না
ঘ. রোজ দেরি হয় কেন?

৪. জলিল হয়তো 'এসে থাকবে' –এখানে কোন্ কালের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. পুরাঘটিত বর্তমান
খ. ঘটমান অতীত
গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
ঘ. সাধারণ অতীত

৫. কাজ শেষ করার জন্য সেলিম আদাজল 'খেয়ে লেগেছে' –এখানে ক্রিয়া পদটির কাল হচ্ছে–
ক. সাধারণ বর্তমান
খ. ঘটমান বর্তমান
গ. পুরাঘটিত বর্তমান
ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. কাল বলতে কী বোঝায়? ক্রিয়ার কাল কত প্রকার উদাহরণসহ লিখুন।
২. 'পুরুষভেদে ক্রিয়ার প্রয়োগে ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভেদে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।'- ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। খ ২। গ ৩। খ ৪। গ ৫। গ

পাঠ-৪.৪ : সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সমাপকিা ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার বলতে পারবেন।
- অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার লিখতে পারবেন।
- যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের বা বক্তার মনোভাবের পরিসমাপ্তি হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি বই **পড়ছি**। মেয়েরা গান **গাইছে**। অন্যদিকে, যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি ভাত **খেয়ে**---। এছাড়া এটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন– ছেলে মেয়েরা **শুয়ে পড়ল** (কার্যসমাপ্তি অর্থে), সাইরেন **বেজে উঠল** (আকস্মিকতা অর্থে) ইত্যাদি।

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা–

দেলোয়ার বই পড়ে। (ক্রিয়া–সকর্মক, কাল–বর্তমান)।
তামিম সারাদিন খেলেছিল। (ক্রিয়া–অকর্মক–কাল অতীত)।
আমি তোমাকে একটি কলম উপহার দেব। (ক্রিয়া–দ্বিকর্মক, কাল–ভবিষ্যৎ)।

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ –ইয়া (য়ে), –ইত (তে) অথবা –ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন–**যত্ন করলে** রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় গঠন

অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে একাধিক কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায়–

১. এক কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসামাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পরে। যথা–তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? 'পেলে' (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং 'আসবে' (অসমাপিকা ক্রিয়া উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে 'তুমি'।

২. অসমান কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলা হয়। অসমান কর্তা আবার দুই ধরনের। যেমন–

ক. শর্তাধীন কর্তা : এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। যেমন– তোমরা বাড়ি **এলে** আমি **রওনা** হব। এখানে 'এলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'তোমরা' এবং 'রওনা হব' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'আমি'। তোমাদের বাড়ি আসার ওপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শর্তাধীন।

খ. নিরপেক্ষ কর্তা : শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় **নিরপেক্ষ কর্তা**। যেমন– সূর্য অস্তমিত **হলে** যাত্রীদল পথ চলা শুরু **করল**। এখানে 'যাত্রীদের' পথ চলার সঙ্গে 'সূর্য' অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে 'সূর্য' নিরপেক্ষ কর্তা।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. 'ইলে' > 'লে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতে : চারটে **বাজলে** স্কুল ছুটি হবে।
খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় জ্ঞাপনে : একবার **মরলে** কি কেউ ফেরে?
গ. সম্ভাব্যতা অর্থে : এখন বৃষ্টি **হলে** ফসলের ক্ষতি হবে।
ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে : তিনি **গেলে** কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে : '**জন্মিলে** মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'
চ. বিধিনির্দেশে : এখানে প্রচারপত্র **লাগালে** ফৌজদারিতে সোপর্দ হবে।
ছ. সম্ভাবনার বিকল্পে : আজ **গেলেও** যা, কাল **গেলেও** তা।
জ. পরিণতি বোঝাতে : বৃষ্টিতে **ভিজলে** সর্দি হবে।

২. 'ইয়া' > 'এ' বিভক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে : হাত-মুখ ধুয়ে **পড়তে** বস।
খ. হেতু অর্থে : ছেলেটি কুসঙ্গে **মিশে** নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে :চেঁচিয়ে কথা বলো না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে : 'হৃদয়ের কথা **কহিয়া কহিয়া গাহিয়া** গান।'
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠন : সেখানে আর **গিয়ে** কাজ নেই।
চ. অব্যয় পদের অনুরূপ : ঢাকা **গিয়ে** বাড়ি যাব।

৩. 'ইতে'>'তে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. ইচ্ছা প্রকাশ : এখন আমি **যেতে** চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে : মেলা **দেখতে** ঢাকা যাব।
গ. সামর্থ্য বোঝাতে : খোকা এখন **হাঁটতে** পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতে : বাল্যকালে বিদ্যাভাস **করতে** হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থে : রমলা **গাইতে** জানে।
চ. আবশ্যকতা বোঝাতে : এখন ট্রেন **ধরতে** হবে।
ছ. সূচনা বোঝাতে : সেতু এখন ইংরেজি **পড়তে** শিখেছে।
জ. বিশেষণবাচকতায় : লোকটাকে **দৌড়াতে** দেখলাম।
ঝ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে **থাকতে** দেখিনি।
ঞ. অনুসর্গরূপে : 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের **চাইতে শ্যামল**।'
ট. বিশেষ্যর সঙ্গে অন্বয় সাধনে : '**দেখিতে** বাসনা মাগো তোমার চরণ'।
ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : পদ্মফুল **দেখতে** সুন্দর।

৪. 'ইতে' 'তে' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ

ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।'
খ. সমকাল বোঝাতে : 'সেঁউতিতে পদ দাবী **রাখিতে রাখিতে**। সেঁউতিতে হইল সোনা **'দেখিতে দেখিতে'**।

জ্ঞাতব্য : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পরে। যেমন– গরু **মেরে** জুতা দান। আঙ্গুল **ফুলে** কলাগাছ।

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার গঠনবিধি : অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়্, দেখ্, লাগ্, ফেল্, আস্, উঠ্, দে, লহ্, থাক্, প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে, এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

১. য–ধাতু

ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃষ্টি **থেকে গেল**।
খ. অবিরাম অর্থে : গায়ক **গেয়ে যাচ্ছেন**।
গ. ক্রমশ অর্থে : চা **জুড়িয়ে যাচ্ছে**।
ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : এখন যাওয়া **যেতে পারে**।

২. পড়–ধাতু

ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন **শুয়ে পড়**।
খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা **ছড়িয়ে পড়েছে**।
গ. আকস্মিক অর্থে : এখনই তুফান **এসে পড়বে**।
ঘ. ক্রমশ অর্থে : কেমন যেন মনমরা **হয়ে পড়েছি**।

৩. দেখ্–ধাতু

ক. মনোযোগ আকর্ষণে : এদিকে **চেয়ে দেখ**।
খ. পরীক্ষা অর্থে : লবণটা **চেখে দেখ**।
গ. ফল সম্ভাবনায় : সাহেবকে **বলে দেখ**।

৪. আস্–ধাতু

ক. সম্ভাবনা অর্থে : আজ বিকেলে বৃষ্টি **আসতে পারে**।
খ. অভ্যস্ততায় : আমরা এ কাজই **করে আসছি**।
গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : ছুটি **ফুরিয়ে আসছে**।

৫. দি–ধাতু

ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে **যেতে দাও**।
খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষে **করে দিলাম**।
গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অঙ্কটা **বুঝিয়ে দাও**।

৬. নি–ধাতু

ক. নির্দেশ জ্ঞাপক : এবার কাপড়–চোপড় **গুছিয়ে নাও**।
খ. পরীক্ষা অর্থে : কষ্টি পাথরে সোনাটা **কষে নাও**।

৭. ফেল্–ধাতু

ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : মিষ্টিগুলো **খেয়ে ফেল**।
খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা **হেসে ফেলল**।

৮. উঠ্–ধাতু

ক. ক্রমান্বয়তা বোঝাতে : ঋণের বোঝা ভারী **হয়ে উঠেছে**।
খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি **রেগে ওঠেন**।
গ. আকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাৎ **চেঁচিয়ে উঠল**।
ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : আমার আর থাকা **হয়ে উঠল** না।
ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য **হয়ে ওঠে** না।

৯. লাগ্–ধাতু

ক. অবিরাম অর্থে : খোকা কাঁদতে লাগল।
খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে **লাগ** তো দেখি।

১০. থাক্–ধাতু

ক. নিরন্তরতা অর্থে : এবার **ভাবতে থাক**।

খ. সম্ভাবনায় : তিনি হয়তো **বলে থাকবেন**।

গ. সন্দেহ প্রকাশে : সে–ই কাজটা **করে থাকবে**।

ঘ. নির্দেশ : আর দরকার নেই, এবার বসে **থাক**।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. কোন বাক্যের ক্রিয়াটি সম্ভাবনা প্রকাশ করছে?

ক. বৃষ্টি থেমে গেল — খ. এক্ষুণি বৃষ্টি এসে পড়বে

গ. তাড়াতাড়ি চল, বৃষ্টি আসতে পারে — ঘ. সে গান করতে পারে।

২. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. জন্মভুমি স্বর্গের চাইতে শ্রেষ্ঠ — খ. সে আমার দিকে চাইতে থাকে

গ. এমন চাওয়া চাইতে নেই — ঘ. কী চাইতে ইচ্ছা করে?

৩. কোন বাক্যে অসমান কর্তা আছে?

ক. সে যেতে যেতে থেমে গেল — খ. বালিকাটি গান করে চলে গেল

গ. সে কেঁদে কেঁদে বলল — ঘ. সে এলে আমি যাব।

৪. কোন বাক্যের কর্তা নিরপেক্ষ?

ক. আকাশে চাঁদ উঠলে আড্ডা ভাঙে — খ. বৃষ্টি হয়েছে তাই আমরা যাব না

গ. বৃষ্টিতে ভিজলে কেন, সর্দি হবে — ঘ. তুমি যদি যাও, সে যাবে।

৫. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তুমি কি এখন যাবে? — খ. মরলে কি কেউ ফেরে?

গ. 'জন্মিলে মরিতে হবে।' — ঘ. আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।

৬. কোন বাক্যে আবশ্যকতা বোঝাতে ইতে> তে বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তোমাকে দেখতে চাই — গ. খোকা এখন পড়তে পারে

খ. আমি এখানে থাকতে আসিনি — ঘ. এখন ট্রেন ধরতে হবে।

৭. কোন বাক্যে পরীক্ষা অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. কষ্টি পাথরে সোনা কষে নাও — খ. আমাকে করতে দাও

গ. এখন ভাবতে থাক — ঘ. আমরা পরীক্ষা দিয়ে আসছি।

৮. কোন বাক্যে নির্দেশ অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. তিনি হয়তো বসে থাকবেন — খ. কাজ করে সে বসে থাকবে

গ. অনেক কাজ করেছ, এখন বসে থাক — ঘ. তুমি কি এখন বসে থাকবে?

৯. কোন বাক্যে ইয়া (>এ) বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাচ্ছে?

ক. কথা কয়ে দেখ — খ. গান গেয়ে গেয়ে পথ চলছে

গ. রাজশাহী গিয়ে ফিরে আসব — ঘ. এখন গিয়ে কী করবে?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী?

২. যৌগিক ক্রিয়া কী? কয়টি যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখান।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পাঠ-৪.৫ : বাংলা অনুজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অনুজ্ঞাপদ কী তা বলতে পারবেন।
- অনুজ্ঞা পদের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন কালে মধ্যম ও নাম পুরুষে অনুজ্ঞার রূপ লিখতে পারবেন।

বর্তমান ও অতীত কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ এবং যে–ভাব আবেদন, অনুমতি, অনুরোধ, আদেশ, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে অনুজ্ঞা ভাব বলে (Imperative mood)।

বাংলা অনুজ্ঞা

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যেরূপ হয় তাকে **অনুজ্ঞা পদ** বলে। যেমন– কাল একবার **এসো**। তুই বাড়ি **যা**। '**ক্ষমা কর** মোরা অপরাধ।' আলোচ্য প্রথম বাক্যে অনুরোধ, দ্বিতীয় বাক্যে আদেশ এবং তৃতীয় বাক্যে প্রার্থনা বোঝাচ্ছে।

অনুজ্ঞা পদের গঠন

১. মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থ বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধ্বনিটিই ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক তুই (বই) পড়। তোরা (বই) পড়। কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুরূপ সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'আপনি' বা 'আপনারা' এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'তুমি' বা 'তোমরা' পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন–

সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ– আপনি (আপনারা) আসুন (আস্+উন)।

সাধারণ মধ্যম পুরুষ– তুমি (তোমরা) আস (আস্+অ)।

২. প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল। এই 'হ' বর্তমানে অ এবং ও তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন–

'করহ [=কর] আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় লাজ।'

'অধম' সন্তানের মাগো দেহ [দাও] পদচ্ছায়া।'

৩. ক. উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

৪. ক. মধ্যম ও নাম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	উদাহরণ/ক্রিয়াপদ
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	উন, ন	যাউন, যান
সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	কর, করো, যাও
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর্, যা
সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

জ্ঞাতব্য: নির্দেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি = এন। যেমন– আপনি দেখেন। সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি–'উন'। যেমন– আপনারা দেখুন।

খ. চলিত ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ–কারান্ত বা ও–কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন– নেন, লন, নিন < লউন, লোন।

গ. মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা রূপ :

অনুজ্ঞার রূপ

	সর্বনাম	**বিভক্তি**		**ক্রিয়াপদ**	
		সাধু	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা	–ইবেন	– বেন	করিবেন	করবেন
	তিনি, তাঁরা				
সাধারণ	তুমি, তোমরা	–ইও	–ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	–ইস	–স	করিস, খাইস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	–ইবে	– বে	করিবে	করবে

দ্রষ্টব্য : ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

প্রকারভেদ : অনুজ্ঞাপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা,

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে –ইতে/–তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করা যায়। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এবং থাক্ ধাতুর সঙ্গে (সাধারণ) বর্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি করে যে ক্রিয়াপদ হয়, উভয় মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

(সে)–ইতে/– তে + –উক (করিতে/করতে থাকুক)।

(তিনি/আপনি)–ইতে/- তে + উন (করিতে/করতে থাকুন)

(তুমি)–ইতে/– তে + অ –ও (করিতে/করতে থাক/ থাকো)।

(তুই)–ইতে/ তে + – ও (করিতে/করতে থাক্)

মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি–ইতে/– তে যুক্ত হয়; এরূপ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সাধারণ বর্তমানের অনুজ্ঞার ক্রিয়া বিভক্তিযুক্ত থাক্ ধাতু (ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা) মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে।

থাক্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়া বিভক্তিগুলোই অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশ করে। মূল ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি ঘটমানতা প্রকাশে সাহায্য করে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : উপর্যুক্ত কারণেই ঘটমান অবিষ্যৎ অনুজ্ঞার জন্য পৃথক ক্রিয়া বিভক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা অনাবশ্যক। যেমন–

–ইতে/– তে + –ইবেন/– বেন (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

–ইতে/– তে+ইও–এ/–ও (করিতে থাকিও/করতে থেকো)।

–ইতে/– তে + –ইস (করিতে থাকিস/করতে থাকিস)।

–ইতে/– তে + –ইবে/– বে (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

জ্ঞাতব্য

ক) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।

খ) সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপটি সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।

ক. বর্তমান কাল

১. আদেশ : কাজটি করে **ফেল**। তোমরা এখন **যাও**।

২. উপদেশ : সত্য গোপন **করো না**।

কড়া রোদে ঘোরাফেরা **করিস না**।

'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।'

৩. অনুরোধ : আমার কাজটা এখন **কর**।

অঙ্কটা বুঝিয়ে **দাও না**।

৪. প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা **পড়ুন**।

৫. অভিশাপ : **মর**, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

১. আদেশ : সদা সত্য **বলবে**।

২. সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে **পারবে**।

৩. বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ **খাবে**।

৪. অনুরোধে : কাল একবার **এসো** (বা আসিও বা আসিবে)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. আদেশ, উপদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা প্রভৃতি বোঝাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার যেরূপ হয়, তাকে কী বলে?

ক) অনুজ্ঞা　　খ) বাচ্য

গ) বাক্য　　ঘ) উক্তি

২. কোন পুরুষে অনুজ্ঞা পদ হয় না?

ক) মধ্যম পুরুষে　　খ) উত্তম পুরুষে

গ) নামপুরুষে　　ঘ) কোনটিই নয়

৩. অনুজ্ঞা পদ কোন পদের রূপ?

ক) বিশেষ্য　　খ) বিশেষণ

গ) সর্বনাম　　ঘ) ক্রিয়া

৪. সদা সত্য কথা বলবে– এটি কোন অনুজ্ঞার উদাহরণ?

ক) বর্তমান কালের অনুজ্ঞার　　খ) অতীত কালের অনুজ্ঞার

গ) ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞার　　ঘ) অতীত-বর্তমান কালের অনুজ্ঞার

৫. উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা পদ হয় না, কারণ–

ক) প্রত্যক্ষ বলে　　খ) পরোক্ষ বলে

গ) কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না　　ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক　২. খ　৩. ঘ　৪. গ　৫. গ

পাঠ-৪.৬ : ক্রিয়াবিভক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ক্রিয়া বিভক্তি কী তা বলতে পারবেন।
- ক্রিয়া বিভক্তির রূপভেদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ধাতুর রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি রীতিভেদে ক্রিয়া বিভক্তির পরিবর্তন করতে পারবেন।
- বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে ধাতু ও বিভক্তির বিভিন্ন রূপ লিখতে পারবেন।

ক্রিয়াপদ গঠনের ক্ষেত্রে যা ধাতুর পরে যুক্ত হয় তাই ক্রিয়া–বিভক্তি। ক্রিয়া–বিভক্তির রূপভেদ ভাষার বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ক্রিয়া বিভক্তি

ধাতুর সঙ্গে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে সামাপিকা ক্রিয়া গঠন করে ঐ সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া–বিভক্তি বলা হয়। অর্থাৎ যা ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে 'ক্রিয়াপদ' হয়, তাকে বলে ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় : ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং ক্রিয়া–বিভক্তি। যেমন– 'করে' একটি ক্রিয়াপদ। এর দুটো অংশ রয়েছে– কর্ + এ = করে। এখানে 'কর্' ধাতুর সঙ্গে '-এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'করে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। এরূপ, আমি যাই (যা + ই) – 'যা' ধাতুর সঙ্গে 'ই' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। আপনারা যাবেন (যা + বেন) – 'যা' ধাতুর সঙ্গে 'বেন' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

ক্রিয়া–বিভক্তির রূপভেদ

১. বিভক্তিসমূহ ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বাচ্যভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন–
আমি যাই– সাধারণ বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ।
আপনারা যাবেন– সাধারণ ভবিষ্যত কালে (সম্ভ্রমাত্মক) মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ।

২. সাধু ও চলিত রীতিভেদেও ক্রিয়া বিভক্তির পরিবর্তন হয়। যেমন–

সাধুরীতি	চলিতরীতি
তাহারা ঢাকা যাইতেছে।	তারা ঢাকা যাচ্ছে।
আপনি ভাত খাইয়াছেন।	আপনি ভাত খেয়েছেন

৩. প্রযোজক ক্রিয়াতেও ক্রিয়াবিভক্তির অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–

সাধু রীতি (প্রযোজক)	চলিত রীতি (প্রযোজক)
ফেরদৌসী নীলাকে গান শিখাইতেছিল।	ফেরদৌসী নীলাকে গান শেখাচ্ছিল
আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়াছি।	আমি তাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছি।

ধাতুর 'গণ' : 'গণ' শব্দের অর্থ শ্রেণি। কিন্তু ধাতুর 'গণ' বলতে ধাতুগুলোর বানানের ধরন বোঝায়। 'ধাতুর গণ' ঠিক করতে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন–

ক. ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত।

খ. ধাতুর প্রথমে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

'হওয়া' ক্রিয়ার ধাতু হ (হ্ + অ) 'হ্' একাক্ষর ধাতু এবং প্রথম বর্ণ 'হ'–এর সাথে স্বরবর্ণ 'অ' যুক্ত আছে। সুতরাং হ–আদি গণের মধ্যে ল–ধাতু (ক্রিয়াপদ–লওয়া) পড়বে। বাংলা ভাষার সমস্ত ধাতুকে বিশটি গণে ভাগ করা হয়েছে, যথা–

১. হ– আদিগণ : হ (হওয়া), ল (লওয়া) ইত্যাদি।
২. খা– আদিগণ : খা (খাওয়া), ধা (ধাওয়া), পা (পাওয়া), যা (যাওয়া) ইত্যাদি।
৩. দি– আদিগণ : দি (দেওয়া), নি (নেওয়া), ছু (ছোঁয়া) ইত্যাদি।
৪. শু– আদিগণ : চু (চোঁয়ানো), নু (নোয়ানো), ছু (ছোঁয়া) ইত্যাদি।
৫. কর্– আদিগণ : কর্ (করা), কম্ (কমা), গড় (গড়া), চল্ (চলা) ইত্যাদি।
৬. কহ্– আদিগণ : কহ্ (কহা), সহ্ (সহা), বহ্ (বহা) ইত্যাদি।
৭. কাট্– আদিগণ : গাঁথ্, চাল্, আক্, বাঁধ্, কাঁদ্ ইত্যাদি।
৮. গাহ্– আদিগণ : চাহ্, বাহ্, নাহ্ (নাহান < স্নান) ইত্যাদি।
৯. লিখ্– আদিগণ : কিন্, ঘির্, জিত্, ফির্, ভিড়ু, চিন্ ইত্যাদি।
১০. উঠ্– আদিগণ : উড়ু, শুন্, ফুট্, খুঁজ্, খুল্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি।
১১. লাফা– আদিগণ : কাটা, ডাকা, বাজা, আগা (অগ্রসর হওয়া) ইত্যাদি।
১২. নাহা– আদিগণ : গাহা ইত্যাদি।
১৩. ফিরা– আদিগণ : উঁচা, লুকা, কুড়া (কুড়াচ্ছে) ইত্যাদি।
১৪. ঘুরা– আদিগণ : ছিটা, শিখা, ঝিমা, চিরা ইত্যাদি।
১৫. ধোয়া– আদিগণ : শোয়া, খোঁচা, খোয়া, গোছা, যোগা ইত্যাদি।
১৬. দৌড়– আদিগণ : পৌঁছে, দৌড়া ইত্যাদি।
১৭. চট্কা– আদিগণ : সম্ঝা, ধম্কা, কচ্লা ইত্যাদি।
১৮. বিগ্ড়া– আদিগণ : হিঁচ্ড়া, ছিট্কা, সিট্কা ইত্যাদি।
১৯. উল্টা– আদিগণ : দুম্ড়া, মচ্ড়া, উপ্চা ইত্যাদি।
২০. ছোবলা– আদিগণ : কোঁচকা, কোঁকড়া, কোদলা ইত্যাদি।

ধাতু–বিভক্তির রূপ

বর্তমান কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে				তুমি				আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	–এ	–এ	–এন	–এন	–অ	–অ	–ইস্	–ইস্	–ই	–ই
ঘটমান	–ইতেছে	–ছে –চ্ছে	–ইতেছেন	– ছেন –চ্ছে	–ইতেছ –ছ	–ছ –চ্ছ	–ইতেছিস্	–ছিস্ –চ্ছিস্	–ইতেছি	–ছি –চ্ছি
পুরাঘটিত	–ইয়াছে	–এছে	–ইয়াছেন	–এছেন	–ইয়াছ	–এছ	–ইয়াছিস্	এছিস্	–ইয়াছি	–এছি
অনুজ্ঞা	–উক	–উক	–উন	–উন	–অ –ও	–অ	–মূলধাতু	–মূলধাতু		

মন্তব্য : –ইতেছে, –ছ, –এছ, বিভক্তিগুলোর চিহ্ন অ–কারান্ত।

অতীত কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)		উত্তম পুরুষ	
	সে				তুমি				আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	–ইল	–ল	–ইলেন	– লেন	–ইলে	– লে	–ইলি	–লি	–ইলাম	–লাম –লুম
নিত্যবৃত্ত	–ই	– তে	–ইতেন	– তেন	–ইতে	– তে	–ইতিস্	–তিস	–ইতাম	–তাম

		– তো								–তুম
ঘটমান	–ইতেছিল	–ছিল	–ইতেছিলেন	–ছিলেন	–ইতেছিলে	–ছিলে –ছিল	–ইতেছিলি	–ছিলি –চ্ছিলি	–ইতেছিলাম	–ছিলাম
পুরাঘটিত	–ইয়াছিল	–এছিল	–ইয়াছিলেন	–এছিলেন	–ইয়াছিলে	–এছিলে	–ইয়াছিলি	–এছিলি	–ইয়াছিলাম –ইয়াছি	–এছিলুম –এছিলাম

দ্রষ্টব্য: পরে, 'চ্ছ' থাকলে কর্ ধাতুর 'র' লোপ পায় (কচ্ছিলে, কচ্ছিলি)।

ভবিষ্যৎকাল

কাল	**নাম পুরুষ (সাধারণ)**		**নাম ও মধ্যম (সম্ভ্রমাত্মক)**		**মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)**		**মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)**		**উত্তম পুরুষ**	
	সে				তুমি				আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	–ইবে	– বে	–ইবেন	– বেন	-ইবে	– বে	–ইবি	–বি	–ইব	-ব –বো
অনুজ্ঞা	–ইবে	– বে	–ইবেন	– বেন	–ইও	–ও	–ইস	–ইস		

দ্রষ্টব্য: –ইল, –ল, –ইত, –ইতেছিল, –ছিল, –এছিল বিভক্তিগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

কর্ ধাতুর রূপ (সর্, গড়, চল্ প্রভৃতি কর–আদিগণ)

কাল	**সে**		**তিনি আপনি**		**তুমি**		**তুই**		**আমি**	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ বর্তমান	করে	করে	করেন	করেন	কর	কর	করিস	করিস	করি	করি
ঘটমান বর্তমান	করিতেছে	করছে	করিতেছেন	করছেন	করিতেছ	করছ	করছিস	করিতেছিস	করছিস	করছি
পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছে	করেছে	করিয়াছেন	করেছেন	করিয়াছ	করেছ	করিয়াছিস	করেছিস	করিয়াছি	করেছি
বর্তমান অনুজ্ঞা/আকাঙ্ক্ষা	করুক	করুক	করুন	করুন	কর	কর	কর্	কর্	০	০
সাধারণ অতীত	করিল	করল	করিলেন	করলেন	করিলে	করলে	করিলি	করলি	করিলাম	করলাম
নিত্যবৃত্ত অতীত	করিত	করত	করিতেন	করতেন	করিতে	করতে	করিতিস	করতিস	করিতাম	করতাম
ঘটমান অতীত	করিতেছিল	করছিল	করিতেছিলেন	করছিলেন	করিতেছিলে	করছিলে	করিতেছিলি	করছিলি	করিতেছিলাম	করছিলাম
পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিল	করছিল	করিয়াছিলেন	করেছিলেন	করিয়াছিল	করেছিল	করিয়াছিলি	করেছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
সাধারণ ভবিষ্যত	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিবে	করবে	করিবি	করবি	করব	করব
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিও	করো	করিস	করিস	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তিনটি কালের দশটি ক্রমিক রূপের জন্য আমরা ধাতুরূপ সাধনে এরপর কালের পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করব। কর, করিতেছ, করছ, করিয়াছ, করেছ–শব্দগুলো শেষে ধ্বনির উচ্চারণ অ–কারান্ত।

যা–ধাতুর রূপ

(আদিবর্ণ আ–কার যুক্ত–খা, যা, পা, ধা প্রভৃতি খা–আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
যায়। যান। যাও। যাইস। যাই।	যায়। যান। যাও। যাস। যাস। যাই।

যাইতেছে। যাইতেছেন। যাইতেছে। যাইতেছিস। যাইতেছি।	যাচ্ছে। যাচ্ছেন। যাচ্ছ। যাচ্ছিস। যাচ্ছি।
গিয়াছে। গিয়াছেন। গিয়াছ। গিয়াছিস। গিয়াছি।	গেছে (গিয়েছে)। গিয়াছেন। (গেছেন) গিয়েছ (গেছ)। গিয়েছিস (গেছিস)। গিয়েছি (গেছি)।
যাউক (যাক)। যান। যাও। যা।	যাক। যান। যাও। যা।
গেল (যাইল)। গেলেন (যাইলেন)। গেলে (যাইলে)। গেলি (যাইলি)। গেলাম (যাইলাম)।	গেল। গেলেন। গেলে। গেলি। গেলাম।
যাইত। যাইতেন। যাইতে। যাইতিস্। যাইতাম।	যেত। যেতেন। যেতে। যেতিস। যেতাম।
যাইতেছিল। যাইতেছিলেন। যাইতেছিলে। যাইতেছিলি। যাইতেছিলাম।	যাচ্ছিল। যাচ্ছিলেন। যাচ্ছিলে। যাচ্ছিলি। যাচ্ছিলাম।
গিয়াছিল। গিয়াছিলেন। গিয়াছিলে। গিয়াছিলি। গিয়াছিলাম।	গিয়েছিল। গিয়েছিলেন। গিয়েছিলে। গিয়েছিলি। গিয়েছিলাম।
যাইবে। যাইবেন। যাইবে। যাইবি। যাইব।	যাবে। যাবেন। যাবে। যাবি। যাব।
যাইবে। যাইবেন। যাইও। যাইস।	যাবে। যাবেন। যেও (যেয়ো)। যাস।

দ্রষ্টব্য: গিয়াছ, গেল, গিয়াছিল, যাইব, যাচ্ছ, গিয়েছে, গেছ, যেত, যাচ্ছিল, গিয়েছিল, যাব–শব্দগুলোর উচ্চারণ অ–কারান্ত।

লিখ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই–কার যুক্ত–কিন্ন ঘির, জিত্ ফির, ভির, চিন প্রভৃতি লিখ্–আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
লিখে। লিখেন। লিখ। লিখিস। লিখি।	লেখ। লেখেন। লেখ। লিখিস। লিখি।
লিখেতেছে। লিখিতেছেস। লিখিতেছ। লিখিতেছিস। লিখিতেছি।	লিখছে। লিখছেন। লিখছ। লিখছিস। লিখছি।
লিখিয়াছে। লিখিয়াছেন। লিখিয়াছ। লিখিয়াছিস। লিখিয়াছি।	লিখেছ। লিখেছেন। লিখেছ। লিখেছিস। লিখেছি।
লিখুক। লিখুন। লিখ। লিখ্।	লিখুক। লিখুন। লেখ। লেখ্।
লিখিল। লিখিলেন। লিখিলে। লিখিলি। লিখিলাম।	লিখল। লিখলেন। লিখলে। লিখলি। লিখলাম।
লিখিত। লিখিতেন। লিখিতে। লিখিতিস। লিখিতাম।	লিখত। লিখতেন। লিখতে। লিখতিস। লিখতাম।
লিখিতেছিল। লিখিতেছিলেন। লিখিতেছিলে। লিখিতেছিলি। লিখিতেছিলাম।	লিখছিল। লিখছিলেন। লিখছিলে। লিখছিলি। লিখছিলাম
লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলে। লিখিয়াছিলি। লিখিয়াছিলাম।	লিখেছিল। লিখেছিলাম। লিখেছিলে। লিখেছিলি। লিখেছিলাম।
লিখিবে। লিখিবেন। লিখিবে। লিখিবি। লিখিব।	লিখবে। লিখবেন। লিখবে। লিখবি। লখব।
লিখিবে। লিখিবেন। লিখিও (লিখিয়ো)। লিখিস।	লিখবে। লিখবেন। লিখো। লিখিস।

দ্রষ্টব্য: লিখ, লেখ, লিখিয়াছ, লিখেছ, লিখছ, লিখিত, লিখল, লিখিতেছিল, লিখছিল, লিখিত, লিখত–শব্দগুলোর উচ্চারণ অ–কারান্ত।

দে (দি) ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ ই–কার যুক্ত – 'নি' ইত্যাদি দি–আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
দেয়। দেন। দাও। দিস। দেই	দেয়। দেন। দাও। দিস। দি (দিই)।
দিতেছে। দিতেছেন। দিতেছ। দিতেছিস। দিতেছি।	দিচ্ছি। দিচ্ছেন। দিচ্ছ। দিচ্ছিস। দিচ্ছি।
দিয়াছে। দিয়াছেন। দিয়াছ। দিয়াছিস। দিয়াছি।	দিয়েছে। দিয়েছেন। দিয়েছ। দিয়েছিস। দিয়েছি।

দিক। দিন। দাও। দে।	সাধু রীতির মতো।
দিল (দিল)। দিলেন। দিলে। দিলি। দিলাম।	সাধু রীতির মতো।
দিত। দিতেন। দিতে। দিতি। দিতাম।	সাধু রীতির মতো।
দিতেছিল। দিতেছিলেন। দিতেছিলে। দিতেছিলি। দিতেছিলাম।	দিচ্ছিলি। দিচ্ছিলেন। দিচ্ছিলে। দিচ্ছিলি। দিচ্ছিলাম।
দিয়াছিল। দিয়াছিলেন। দিয়াছিলে। দিয়াছিলি। দিয়াছিলাম।	দিয়েছিল। দিয়েছিলেন। দিয়েছিলে। দিয়েছিলি। দিয়েছিলাম।
দিবে। দিবেন। দিবি। দিব।	দেব। দেবেন। দিবি। দে।
দিবে। দিবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।	দেব। দেবেন। দিও (দিয়ো)। দিস।

উঠ্ ধাতুর রূপ

(আদ্যবর্ণ উ–কার যুক্ত –উড়্, শুন্, পুট্, খুঁজ্, খুল্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি উট্ আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
উঠে। উঠেন। উঠ। উঠিস। উঠি	ওঠে। ওঠেন। ওঠ। উঠিস। উঠি।
উঠিতেছে। উঠিতেছেন। উঠিতেছ। উঠিতেছিস। উঠিতেছি।	উঠছে। উঠছেন। উঠছ। উঠছিস। উঠছি।
উঠিয়াছে। উঠিয়াছেন। উঠিয়াছ। উঠিয়াছিস। উটিয়াছি।	উঠেছে। উঠেছেন। উঠেছ। উঠেছিস। উঠেছি।
উটুক। উঠুন। উঠ। উঠ্।	উঠুক। উঠুন। ওঠ। ওঠ্
উঠিল। উঠিলেন। উঠিলে। উঠিলি। উঠিলাম।	উঠল। উঠলেন। উঠলে। উঠলি। উঠলাম।
উঠিত। উঠিতেন। উঠিতে। উঠিতিস। উঠিতাম।	উঠত। উঠতেন। উঠতে। উঠতিস। উঠতাম।
উঠিতেছিল। উঠিতেছিলেন। উঠিতেছিলে। উঠিতেছিলি। উঠিতেছিলাম।	উঠছিল। উঠলিলেন। উঠছিলে। উঠছিলি। উঠছিলাম।
উঠিয়াছিল। উঠিয়াছিলেন। উঠিয়াছিলে। উঠিয়াছিলি। উঠিয়াছিলাম।	উঠেছিল। উঠেছিলেন। উঠেছিলে। উঠেছিলি। উঠেছিলাম।
উঠিবে। উঠিবেন। উঠিবে। উঠিবি। উঠিব।	উঠবে। উঠবেন। উঠবে। উঠবি। উঠব।
উঠিবে। উঠিবেন। উঠিও (উঠিয়ো)। উঠিস॥	উঠবে। উঠবেন। উঠো। উঠিস।

দ্রষ্টব্য: উঠ, ওঠ, উঠছ, উঠিল, উঠিতেছিল, উঠছিল, উঠিয়াছিল–শব্দগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

শু–ধাতু (আদ্যবর্ণ উ–কার যুক্ত–চুঁ, নু, ছুঁ ইত্যাদি শু–আদিগণ)

সাধু	**চলিত**
শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই	শোয়। শোন। শোও। শুস। শুই
শুইতেছে। শুইতেছেন। শুইতেছ। শুইতেছিস। শুইতেছি	শুচ্ছে। শুচ্ছেন। শুচ্ছ। শুচ্ছিস। শুচ্ছি
শুইয়াছেন। শুইয়াছেন। শুইয়াছ। শুইয়াছিস। শুইয়াছি।	শুয়েছে। শুয়েছেন। শুয়েছ। শুয়েছিস। শুয়েছি
শুক। শোন। শোও। শো।	সাধু রীতির মতো
শুইল। শুইলেন। শুইলে। শুইলি। শুইলাম।	শুল। শুলেন। শুলে। শুলি। শুলাম।
শুইত। শুইতেন। শুইতে। শুইতিস। শুইতাম	শুম, শুতেন। শুতে। শুতিস। শুতাম
শুইতেছিল। শুইতেছিলেন। শুইতেছিলে। শুইতেছিলি। শুইতেছিলাম।	শুচ্ছিল। শুচ্ছিলেন। শুচ্ছিলে। শুচ্ছিলি। শুচ্ছিলাম
শুইয়াছিল। শুইয়াছিলেন। শুইয়াছিলে। শুইয়াছিলি। শুইয়াছিলাম।	শুয়েছিল। শুয়েছিলেন। শুয়েছিলে। শুয়েছিলি। শুয়েছিলাম।
শুইবে। শুইবেন। শুইবে। শুইবি। শুইব	শোবে। শোবেন। শোবে। শুবি। শোবা।
শুইবে। শুইবেন। শুইও (শুইয়ো)। শুইবি।	শোবো। শোবেন। শুয়ো। শুস

দ্রষ্টব্য: শুইছ, শুইতেছ, শুইয়াছ, শুয়েছ, শুইল, শুল, শুইত, শুত, শুইতেছিল, শুচ্ছিল, শুইয়াছিল, শুয়েছিল, শুইত –শব্দগুলো উচ্চারণে অ–কারান্ত।

প্রয়োজক ধাতুর রূপ

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কখনো মূল ধাতুর সঙ্গে শুধু প্রযোজক রূপটি যুক্ত হয়। যেমন– শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়াইয়াছেন।–সাধু রূপ।

[√পড়+আ=পড়া (প্রযোজক ধাতু) + ইয়াছেন (বিভক্তি)।

শিক্ষক ছাত্রটিকে পড়িয়েছেন–চলতি রূপ।

[√পড়+০ (অর্থাৎ প্রযোজক–প্রকরণের আ যুক্ত হলো না) + ইয়েছেন = পড়িয়েছেন–চলিত রূপ।] চলিত রূপে আরও কয়েকটি ধাতুর পরিবর্তন লক্ষণীয়–

হা– ধাতু : দাঁড়াও, তোমাকে **হওয়াচ্ছি**।

শিখ্– ধাতু : কে তোমাকে গান **শেখাচ্ছে ?**

শুন্– ধাতু : এ কী কথা **শোনালি** রে!

প্রযোজক ধাতুর বিভক্তি

বর্তমান কাল

কাল	**সে**		**তিনি / আপনি**		**তুমি**		**তুই**		**আমি**	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	*য়	*য়	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স	*ই	*ই
ঘটমান	*ইতেছে	*চ্ছে	*ইতেছেন	*চ্ছেন	*ইতেছ	*চ্ছ	*ইতেছিস	*চ্ছিস	*ইতেছি	*চ্ছি
পুরাঘটিত	*ইয়াছে	*ইয়েছে	*ইয়াছেন	*ইয়েছেন	*ইয়াছ	*ইয়েছ	*ইয়াছিস	*ইয়েছিস	*ইয়াছি	*ইয়েছি
অনুজ্ঞা	*উক	*ক	*ন	*ন	*ও	*ও	*ইস	*স		

অতীত কাল

কাল	**সে**		**তিনি / আপনি**		**তুমি**		**তুই**		**আমি**	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	*ইল	*ল *লো	*ইলেন	* লেন	*ইলে	* লে	*ইলি	*লি	*ইলাম	*লাম
নিত্যবৃত্ত	*ইত	*ত *তো	*ইতেন	*তেন	*ইতে	*তে	*ইতিস	*তিস	*ইতাম	*তাম
ঘটমান	*ইতেছিল	*চ্ছিল	*ইতেছিলেন	*চ্ছিলেন	*ইতেছিলে	*চ্ছিলে	*ইতিছিলি	*চ্ছিলি	*ইতেছিলাম	*চ্ছিলাম
পুরাঘটিত	*ইয়াছিল	০ ইয়েছিল	*ইয়াছিলেন	০ ইয়েছিলেন	* ইয়াছিলে	০ ইয়েছিলে	*ইয়াছিলি	০ ইয়েছিলি	*ইয়াছিলাম	০ ইয়েছিলাম

ভবিষ্যৎ কাল

কাল	**সে**		**তিনি/ আপনি**		**তুমি**		**তুই**		**আমি**	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ	*ইবে	* বে	*ইবেন	* বেন	*ইবে	* বে	*ইবি	*বি	*ইব*ব	* বো
অনুজ্ঞা	*উক	*ক	* বেন	* বেন	*ইও	* য়ো	*ইস্	*স		

জ্ঞাতব্য : ধাতুর প্রয়োজক রূপ সাধনে তারকা চিহ্নের (*) স্থলে মূল ধাতুর পরে (আ–কার) সংযোজিত হবে, কিন্তু ০ স্থানে হবে না।

'কর' ধাতুর প্রযোজক রূপ

কাল	সে		তিনি/ আপনি		তুমি		তুই		আমি	
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সাধারণ বর্তমান	করায়	করায়	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
ঘটমান বর্তমান	কারাইতেছে	করাচ্ছে	করাইতেছেন	করাচ্ছেন	করাইতেছ	করাচ্ছ	করাইতেছিস	করাচ্ছিস	করাইতেছি	করাচ্ছি
পুরাঘটিত বর্তমান	করাইয়াছে	করায়েছে করিয়েছে	করাইয়াছেন	করিয়েছেন	করাইয়াছ	করিয়েছ	করাইয়াছিস	করিয়েছিস	করাইয়াছি	করিয়েছি
অনুজ্ঞা/আকাঙ্ক্ষা বর্তমান	করাক	করাক	করান	করান	করাও	করাও	করাইস	করাস	করাই	করাই
সাধারণ অতীত	করাইল	করাল	করাইলেন	করালেন	করাইলে	করালে	করাইলি	করালি	করাইলাম	করালাম
নিত্যবৃত্ত অতীত	করাইত	করাত	করাইতেন	করাতেন	করাইতে	করাতে	করাইতিস	করাতিস	করাইতাম	করাতাম
ঘটমান অতীত	করাইতেছিল	করাচ্ছিল	করাইতেছিলেন	করাচ্ছিলেন	করাইতেছিলে	করাচ্ছিলে	করাইতেছিলি	করাচ্ছিলি	করাইতেছিলাম	করাচ্ছিলাম
পুরাঘটিত অতীত	করাইয়াছিল	করিয়েছিল	করাইয়াছিলেন	করিয়েছিলেন	করাইয়াছিলি	করিয়েছিলে	করাইয়াছিলি	করিয়েছিলি	করাইয়াছিলাম	করিয়েছিলাম
সাধারণ ভবিষ্যত	করাইবে	করাবে	করাইবেন	করাবেন	করাইবে	করাবে	করাইবি	করাবি	করাইব	করাব
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করাক	করাক	করান	করান	করাইও	করায়ো	করাইস	করাস		

পরিশিষ্ট: ধাতুর চলিত রূপ সাধানে কতিপয় পরিবর্তন

১. মূলস্বর অ–কারান্ত

কাহ্ ধাতু : কইতাম, কইলাম, কইতি, কইতিস, কয়েছিস ইত্যাদি।

২. মূলস্বর অ–কারান্ত

ক. খা–ধাতু : খেলাম (খাইলাম), খেলেন (খাইলেন), খেল, খেলে, (খাইল), খেয়েছে ইত্যাদি।

খ. যা–ধাতু : গেল (যাইত), গিয়েছিল, যেত– যেতো (যাইত), যেতেছিল, যাচ্ছিল (যাইতেছিল) ইত্যাদি।

গ. গাহ্ (গৈ)–ধাতু : (চলিত রূপ)–গাইত, গাইলাম, গেয়েছি, গেয়েছিলাম, গেয়েছ, গাইলে, গাইতিস, গাইছিস, গাইবে, গাবে, গাইব, গাব ইত্যাদি।

৩. মূলস্বর ই বা ঈ–কারান্ত : শুন্ ধাতু– শোনো, শোনেন, শোনে, শুনলাম, শুনেছি, শুনতাম, শুনেছিস, শোনাও ইত্যাদি।

৪. মূলস্বর উ–কারান্ত : শুন্ ধাতু– শোনে, শোনেন, শোনে, শুনলাম, শুনেছি, শুনতাম, শুনেছিস, শোনাও ইত্যাদি।

৫. মূলস্বর এ–কারান্ত : দে, (দি) ধাতু–দিই, দেয়, দেন, দিন, দাও, দিলাম, দিয়েছিলাম, দিতাম (দিতুম), দেব (দেবো), দিচ্ছি, দিচ্ছিমুল, দাও, দে, দিন, দিক, দিয়ো (দিবো) ইত্যাদি।

৬. মূলস্বর ও–কারান্ত : ধো–ধাতু–ধোয়া, ধোন, ধোও, ধুচ্ছিস, ধুইবি, ধুয়েছিস, ধাস ইত্যাদি। বাকিসবগুলো উ–কার যুক্ত ধাতুর রূপের ন্যায়।

প্রয়োজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কয়েকটি পরিবর্তন

(বন্ধনীর মধ্যে সাধু রূপটিও দেখানো হলো)

ক. মূলস্বর অ–কারান্ত : 'হ' – হইয়েছে (হওয়াইয়াছে), হইয়েছিস (হওয়াইয়াছিস), হইয়েছিলুম (হওয়াইয়াছিলুম), হওয়াচ্ছি (হওয়াইতেছি), হয়ায়ো (হওয়াইও)।

খ. মূলস্বর ই–ঈ কারান্ত : হলে প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ কখনো ই–কারান্ত এবং কখনো এ–কারান্ত হয়। যেমন–(সাধু) শিখ > (চলিত) শেখ (ধাতু)।

রূপ-সাধনঃ শিখাই–শেখাই–শিখুই। শেখালুম–শিখোলুম। শেখালে–শিখোলে। শেখাতুম–শিখোতুম। শেখাতিস–শিখেতিস। শেখাত–শিখোতো। শেখাবি–শিখাবি। শিখাচ্ছি–শেখেচ্ছি (শিখাচ্ছি)। শেখাচ্ছে–শিখুচ্ছে। শেখাচ্ছিল–শিখেচ্ছিল। শেখাও– শেখোও। শেখ–শিখো।

গ. মূলস্বর উ–কারান্ত : এর দুটো রূপ দেখা যায়। বন্ধনীর মধ্যে দ্বিতীয় রূপটিও দেখানো হলো।

শুন–ধাতুর রূপ সাধন : শুনাই (শোনাই)। শোনাও (শুনোও)। শুনান (শুনোন)। শোনায় (শুনোয়)। শুনানি (শুনোনি)। শুনালুম (শুনোলুম)। শোনাতুম (শুনোতুম)। শোনাতিস (শুনেতিস–শুনোতিস–শুনতিস)। শোনাব (শুনোব)। শোনাচ্ছ (শুনাচ্ছ)। শোনাও (শোনোও)। শোনাস (শুনোস) ইত্যাদি।

বাক্য গঠন : আহ! কী হওয়াটাই না তুমি **হওয়ালে**। দাঁড়াও তোমাকে শেখাচ্ছি। তুই আর আমাকে কী **শিখুবি?** রোজ তোমাকে কত রূপকথা **শোনাই।** 'কী কথা শুনালি মোরে'। ওকে তুমি কী শুনাচ্ছ?

কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণ সহকরী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন–

১. √আ–আইল > এল। আইলেন>এলেন। আইলে>এলে। আইলি>এলি। আইলাম>এলাম। আয় (অনুজ্ঞা)।
২. √আছ্–(বর্তমান কালে) : আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি। (অতীত কালে) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।
৩. নাহ্–ধাতু–(বর্তমান কালে) : নন, নহে, নহেন>নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।
৪. বাট্ ধাতু –(বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।
৫. থাক্ (রহ্) ধাতু (বর্তমান কালে) : থাকে, থাকেন, রহেন, থাক, (রও), থাকিস, (রস, রোস, রহিস), থাকি (রই), থাকে (রয়) ইত্যাদি।

অতীত কাল : রহিত (রইত), রহিতেন (রইতেন), রহিতাম (রইতাম–রইতুম) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : রহিবে, (রইবে, রবে), রহিবেন (রইবেন), রহিবি (রইবি), রহিব (রইবো), রহিস (রোস, রোসো)।

বাক্য গঠন : 'কোথাকার জাদুকর **এলি** এখানে।' **আইল** রাক্ষসকুল প্রভঞ্জ বেগে।' কেমন **আছিস?** কোথায় **ছিলি?** সে ব্যক্তিটি তুমি **নও**। 'একা দেখি কুলবধূ, কে **বট** আপনি? 'আজ ঘরে একলাটি পারবো **না রইতে**।' **রোসো**, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।'

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন-

১. বাংলা ভাষার ধাতুর রূপ কয়টি?

ক. ১৮টি খ. ১৯টি
গ. ২০টি ঘ. ২১টি

২. কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু উট-আদি গণের অন্তর্ভুক্ত?

ক. শুন্ খুঁজ্, ডুব, তুস্ খ. সহ্, কহ্, বস্, শুন্,

গ. লিখ্, কিন্, বাহ্, ডুব্ ঘ. কিহ্, ডুব্, লিখ্, শুন্

৩. কর্-ধাতুর উত্তম পুরুষ পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ কোনটি?

ক. করতাম খ. করিতাম

গ. করিয়াছিলাম ঘ. করেছিলাম

৪. যা–ধাতুর মধ্যম পুরুষ নিত্যবৃত্ত অতীতের চলিত ভাষার রূপ কোনটি?

ক. গিয়েছিলে খ. যাচ্ছিলি

গ. যেতে ঘ. যাইত

৫. দে–ধাতুর প্রথম পুরুষ ঘটমান বর্তমানের চলিত রীতির রূপ কোনটি?

ক. দিতেছে খ. দিচ্ছে

গ. দিত ঘ. দিয়েছিল

৬. কোন গুচ্ছের সবগুলো ধাতু সম্পূর্ণ ধাতু?

ক. আ, বট, শিখ্, যা খ. আছ, তা, শিখ, যা

গ. আ, থাক্, আছ, বট্, ঘ. থাক্, বট, আ, শিখ্

৭. প্রযোজক যা–ধাতুর পুরাঘটিত অতীত কালের প্রথম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. গেল খ. গিয়েছিল

গ. যেত ঘ. গিয়েছিল

৮. নহ্-ধাতুর সাধারণ বর্তমান উত্তম পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. নহি খ. নহে

গ. নই ঘ. নয়

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ক্রিয়া বিভক্তি কী? ক্রিয়া বিভক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিজে করুন।

পাঠ-৪.৭ : অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ কী তা বলতে পারবেন।
- অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- অনুসর্গের প্রকারভেদ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- অনুসর্গের প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলোর নিজস্ব অর্থ ও স্বতন্ত্র প্রয়োগ রয়েছে, যা কখনো স্বাধীন পদরূপে, আবার কখনো শব্দ–বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ বলে।

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্যে করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। অনুসর্গগুলো কখনো প্রতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা 'কে' এবং 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে–

বিনা : দুঃখ **বিনা** সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রতিপদিকের পরে)
সনে : ময়ূরীর **সনে** নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)
দিয়ে : তোমাকে **দিয়ে** আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার 'কে' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)
এরূপ : হতে, দিয়ে, থেকে, মাঝে, পরে ইত্যাদি।

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য

১. অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ থাকে।
২. অনুসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে।
৩. অনুসর্গ সম্পর্কিত শব্দটির ডানদিকে একটু তফাতে বসে।
৪. অনুসর্গ সাধারণত শব্দের পরে বসলেও কখনো কখনো পূর্বেও বসে।

অনুসর্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন– প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, ওপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, ভিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত, অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মত, নিকট, অধিক, পক্ষে, দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সাথে, সঙ্গে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর, ভেতরে ইত্যাদি।

এদের মধ্যে দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, হইতে (হতে), চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রভৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। কারক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

অনুসর্গের প্রয়োগ	
বিনা/বিনে	কর্তৃকারকের সঙ্গে– তুমি **বিনা (বিনে)** আমার কে আছে?
বিনি	করণ কারকের সঙ্গে –**বিনি** সুতায় গাঁথা মালা।
বিহনে	উদ্যম **বিহনে** কার পুরে মনোরথ?
সহ	সহগামিতা অর্থে–তিনি **পুত্রসহ** উপস্থিত হলেন।
সহিত	সমসূত্রে অর্থে–শত্রুর **সহিত** সন্ধি চাই না।
সনে	বিরুদ্ধগামিতা অর্থে– 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে **ভুজঙ্গ সনে**।'

সঙ্গে	তুলনায়–মায়ের **সঙ্গে** এ মেয়ের তুলনা হয় না।
অবধি	পর্যন্ত অর্থে– সন্ধ্যা **অবধি** অপেক্ষা করব।
পরে	স্বল্প বিরতি অর্থে– এ ঘটনার **পরে** আর এখানে থাকা চলে না।
পর	দীর্ঘ বিরতি অর্থে– শরতের **পরে** আসে বসন্ত।
পানে	প্রতি, দিকে অর্থে– ঐ তো ঘর **পানে** ছুটেছেন।
	'শুধু তোমার মুখের **পানে** চাহি বাহির হনু।'
মতো	ন্যায় অর্থে– বেকুবের **মতো** কাজ করো না।
তরে	মত অর্থে–এ জন্মের **তরে** বিদায় নিলাম।
পক্ষে	সক্ষমতা অর্থে– রাজার **পক্ষে** সবকিছুই সম্ভব।
	সহায় অর্থে– আসামির **পক্ষে** উকিল কে?
মাঝে	মধ্যে অর্থে- 'সীমার **মাঝে** অসীম তুমি'।
	একদেশিক অর্থে– এ দেশের **মাঝে** একদিন সব ছিল।
	ক্ষণকাল অর্থে– নিমেষ **মাঝেই** সব শেষ।
কাছে	নিকটে অর্থে– আমার **কাছে** আর কে আসবে।
	কর্মকারকে 'কে' বোঝাতে– 'রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের **কাছে**।'
প্রতি	প্রত্যেক অর্থে – মণপ্রতি পাঁচ টাকা লাভ দেব।
	দিকে বা ওপর অর্থে –নিদারুণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব **প্রতি**।'
হেতু	নিমিত্ত অর্থে– 'কী **হেতু** এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।'
জন্যে	নিমিত্ত অর্থে – 'এ ধন-সম্পদ তোমার **জন্যে**।'
সহকারে	সঙ্গে অর্থে– আগ্রহ **সহকারে** কহিলেন।
বশত	কারণে অর্থে–দুর্ভাগ্য**বশত** উপস্থিত হতে পারিনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. অনুসর্গ সাধারণত কোথায় বসে?

ক. শব্দের পূর্বে　　খ. শব্দের পরি
গ. শব্দের মধ্যে　　ঘ. বাক্যের শেষে

২. অনুসর্গ কী?

ক. শব্দ-বিভক্তি　　খ. ক্রিয়া-বিভক্তি
গ. উপসর্গ　　ঘ. অব্যয়

৩. 'শরতের পর আসে বসন্ত'। এখানে 'পর' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দীর্ঘ বিরতি　　খ. বিরতি
গ. অল্প বিরতি　　ঘ. নৈটক্য

৪. 'কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।' –'হেতু' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক. ব্যাপার　　খ. প্রার্থনা
গ. নিমিত্ত　　ঘ. প্রসঙ্গ

৫. এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল। এখানে 'মাঝে' –অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সর্বত্র　　খ. মধ্যে
গ. একদেশিক　　ঘ. ব্যপ্তি

৬. তোমার তরে এনেছি মালা গাঁথিয়া। –এখানে 'তরে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. মত　　খ. নিকট

গ. মধ্যে　　ঘ. নিমিত্ত

৭. 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুভে ভুজঙ্গ সনে।' –এখানে 'সনে' শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. বিরুদ্ধগামিতা　　খ. সঙ্গে

গ. প্রতি　　ঘ. হেতু

৮. 'বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা'। –এখানে 'বিনে' কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. সঙ্গে　　খ. প্রযোজন

গ. ব্যতিরেকে　　ঘ. আবশ্যিকতা

৯. 'আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।' –এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বাইরে　　খ. ব্যাপ্তি

গ. মধ্যে　　ঘ. সঙ্গে

১০. অনুসর্গ কী করে?

ক. বিভক্তির কাজ করে　　খ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে

গ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে　　ঘ. বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অনুসর্গ কী? অনুসর্গের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. বাংলা অনুসর্গগুলির প্রয়োগ দেখান– প্রতি, সহিত, বশত, মতো, হেতু।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিজে করুন।